মাসায়েলে জিহাদ

মাওলানা সগীর বিন ইমদাদ

মূল বই, 'ফাযায়েলে জিহাদ'
থেকে সংকলিত।

মূল বই পিডিএফ
ডাউনলোড লিংকঃ
https://bit.ly/2DerZWc

মাকতাবাতুল কুরআন
নিখুঁত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৯১৪৭৩৫০১৩

মাসায়েলে জিহাদ

মাসআলা-১

ছোট বাচ্চাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। অনুরূপ উম্মাদ, পাগল ও মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরয নয়।

মাসআলা-২

এমন অসুস্থ্য ব্যাক্তির উপর জিহাদ ফরয নয়, যে অসুস্থাতার কারণে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়।

মাসআলা-৩

কানা বা সামান্য লেংড়া ব্যাক্তির উপর জিহাদ ফরয। মাথা ব্যাথা সামান্য ডাইরীয়া বা হালকা জ্বরের কারণে জিহাদের ফরযিয়াত রহিত হবে না।

মাসআলা-৪

জিহাদ ফরযে ফিকায়া অবস্থায় পিতা-মাতার অনুমতি অপরিহার্য। পিতা-মাতা না থাকলে দাদা-দাদীর অনুমতির প্রয়োজন হবে।

মাসআলা-৫

জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় পিতা-মাতা অনুমতি প্রদানের পর যদি অনুমতি উঠিয়ে নেয় তবে পুত্রের জন্য জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসতে হবে। তবে হ্যাঁ! এ ফিরে আসার দ্বারা যদি মুজাহিদের মাঝে সামান্যও হতাসা বা মুজাহিদ শূণ্যতার অনুভব হয় তবে আসতে পারবে না। আর যদি পুত্র যুদ্ধের কাতারে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এমতাবস্থায় মাতা-পিতা তাদের অনুমতি উঠিয়ে নেয় তবে সে আসতে পারবে না। ঐ অবস্থায় ফিরে আসা তারজন্য হারাম।

মাসআলা-৬

যদি কোন মুজাহিদ ঋণী হয় আর ঋণদাতা ব্যাক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এবং ঋণ আদায় করার কোন ব্যাবস্থাও মুজাহিদের নিকট নেই। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন এমতাবস্থায়ও মুজাহিদ জিহাদের জন্য যেতে পারবে। আল্লামা আওজায়ী (রহ.) বলেন, মুজাহিদ ঋণদাতা

ব্যাক্তির কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে যেতে পারবে। আল্লামা ইবনুল মাঞ্জুর (রহ.) বলেন, যদি অন্যের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের কোন মেনেজ হয়ে যায় তবে ঋণদাতা ব্যাক্তির কোন প্রকার অনুমতি প্রয়োজন হবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ও এমত পোষণ করেন।

মাসআলা-৭

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ঋণী মুজাহিদ ঋণদাতা ব্যাক্তির অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যেতে পারবে না, চাই সে ঋণদাতা মুসলমান হোক বা কাফের হোক।

মাসআলা-৮

ঋণ পরিশোধের সময় যদি একান্তই নিকটে না হয়, তবে ঋণদাতা ব্যাক্তি মুজাহিদ জিহাদে যাওয়া থেকে বাধা দিতে পারবে না।

মাসআলা-৯

উপরোক্ত অবস্থাগুলো জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায়। আর যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে তথা কোন কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর হামলা করে বসল কিংবা মুসলমানদের সীমানার তাঁবু স্থাপন করল ইত্যাদি অবস্থাতে বাচ্চা তার বড়দের অনুমতি, গোলাম তার মনিব থেকে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে এবং ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতা থেকে জিহাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

মাসআলা-১০

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর হঠাৎ অপ্রত্যাসিত হামলা করে বসে আর মুসলমানদের প্রতিরোধের কোন সূযোগই না থাকে। গণভাবে মুসলমানদের গ্রেফতার করতে থাকে এমতাবস্থায় যে ব্যাক্তি বুঝতে পারবে যে, তাকে গ্রেফতার করতে পারলে কাফিররা হত্যা করে দিবে। তারজন্য আত্মসমর্পণ করা কিছুতেই ঠিক নয় বরং যথাসাধ্য তাদের প্রতিরোধ করবে। এতে যদি সে মারা যায় তবে অবশ্যই সে শহীদ হবে।

মাসআলা-১১

যদি কোন মহিলার জন্য এমন আশংকা হয় যে, তাকে গ্রেফতার করে ব্যাভিচার করা হবে, তবে ঐ মহিলার জন্য প্রতিরোধ ওয়াজীব নিজের সাধ্যানুযায় প্রতিরোধ তৈরী করবে মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর ভয়ে জীনার জন্য রাজী হওয়া জায়েয নেই। অনুরূপ 'বেরেশ' সুন্দর আকর্ষণীয় বালকের জন্য একই বিধান।

মাসআলা-১২

কাফের বাহিনী যদি মুসলমান শহরের আটচল্লিশ মাইলের মাঝে চলে আসে তবে ঐ শহরের সমস্ত মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। সমস্ত মুসলমানদেরকে কাফির বাহিনী শহরে প্রবেশের পূর্বেই প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে আইন হয়ে যায়।

মাসআলা-১৩

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, যদি দুশমন মুসলমানদের শহরের একেবারে নিকটে চলে আসে, তবে সমস্ত মুসলমানদেরকে শহরের বাইরে বের হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করা ওয়াজিব হয়ে যায় যাতে করে আল্লাহ তা'আলার দীন বিজয়ী হয়। মুসলমানদের খিলাফত হিফাজত থাকে এবং কাফির লাঞ্ছিত হয়।

মাসআলা-১৪

আল্লামা বাগবী (রহ.) বর্ণনা করেন, কাফির যখন ইসলামী রাষ্ট্রের নিকটে চলে আসবে তখন ঐ শহর এবং তার আশ-পাশের সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় এবং দূর বর্তীদের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়।

মাসআলা-১৫

যদি কোন ব্যাক্তির নিকট আমানতের মাল থাকে, আর যার আমানত সে অনুপস্থিত থাকে, তবে আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয়ার জন্য একজন লোক নির্ধারণ করে নিজে জিহাদে চলে যাবে।

মাসআলা-১৬

যদি কোন শহরে দীন ও ইসলামের মাসায়েল বর্ণনাকারী একজনই মাত্র আলেম থাকে তবে তার জন্য জিহাদে যাওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ

সে যাওয়ার দ্বারা মাসআলা বর্ণনাকারী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাতে দীন ধ্বংস হবে।

মাসআলা-১৭

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণনা করেন, আমার নিকট এটা পছন্দনীয় নয় যে, জিহাদের ময়দানে মহিলারা পুরুষদের কাধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে। হ্যাঁ! যদি মুসলমান পুরুষ অপারগ হয় এবং আর জিহাদে আম এলান হয়ে যায় এবং মহিলাদের যুদ্ধের প্রয়োজন হয় তবে জায়েয আছে যে, সে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যেতে পারবে। তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। যদি মুসলমান মহিলাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এমত বস্থায় দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করাও মহিলাদের জন্য জায়েয। বয়স্ক মহিলারা যখমীদের সেবা করবে, তাদের জন্য রুটি পাকাবে, পানি পান করাবে, সরাসরী যুদ্ধে অংশ নিবে না। আর যুবতী মহিলাগণ আহতদের সেবা করবে না, রুটি পাকাবে না, পানি পান করাবে না, তারা কোন অবস্থাতে জিহাদেও যাবে না। বয়স্ক মহিলাদের জন্য উচিৎ তাদেরকে কোন মজবুত দূর্গে হিফাজত করে রাখবে।

মাসআলা-১৮

কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পর তিনদিনের বেশী সুযোগ প্রদান করা হবে না। কেননা অধীক সুযোগ প্রদানের দ্বারা তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। হযরত রাবী'আ ইবনে খাদীজা (রহ.) এ কথাই বর্ণনা করেন যে, আমাদের জন্য সুন্নাত ছিল কাফিরদেরকে তিনদিনের সুযোগ প্রদান করা।

মাসআলা-১৯

জিহাদ ফরযে আইন হোক বা ফরজে কিফায়া হোক তাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা বা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ কুফ্‌রী।

মাসআলা-২০

আলামা শাফী ও আলামা সারাখসী (রহ.) বর্ণনা করেন যে,জিহাদ একটি বিশেষ তরীতবে নাযীল হয়েছে, তরতিব হলো প্রথমত: রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের থেকে পাশ কাটিয়ে তাবলীগের নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فاصدع بما تؤمر واعرض المشركين

অতঃপর ভালভাবে তর্ক-বিতর্ক এবং ওয়াজের নির্দেশ দিয়েছেন,

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن

অতঃপর হত্যার অনুমতি প্রদান করেছেন–

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا

তারপর মুশরিকদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আদেশ দিয়ে বলেন–

فان قاتلوكم فاقتلوهم

তারপর হারাম মাস চলে না তার পর হত্যার আদেশ প্রদান করে বলেন–

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

তারপর সম্পূর্ণ আমভাবে জিহাদের আদেশ প্রদান করেছেন। এ আদেশই এখনো আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

وقاتلوا فى سبيل الله

মাসআলা-২১

জিহাদের আমল হল স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ করা, যদি কেউ অসুস্থ্যতার কারণে যেতে অক্ষম হয় তবে তার নিকট রক্ষিত মাল দ্বারা অন্যকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিবে এবং প্রেরীত মুজাহিদের সমস্ত ব্যায় অসুস্থ্য মুজাহিদের অর্থ থেকে বহন করা হবে।

মাসআলা-২২

কারো নিকট নিজস্ব সম্পদ থাকা অবস্থায় অন্যের অর্থের জন্য জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। যদি কারো নিকট অর্থ না থাকে কিন্তু সে

জিহাদে যেতে চায় তবে হুকুমত বা সুসংঘঠিত কোন তানজিমের উপর কর্তব্য হল তাকে জিহাদের ময়দানে পাঠানো।

মাসআলা-২৩

যদি মুজাহিদগণের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয় বা অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে দূর্বল হয় তবে এমতাবস্থায় কুরআন শরীফ দুশমনের এলাকায় নিয়ে যাওয়া নিষেধ। কেননা দুশমন কর্তৃক তার অবমাননা হতে পারে। আর যদি মুসলমানদের অবস্থা সন্তোসজনক হয় তবে সাথে কুরআন নিয়ে যাওয়া জায়েয রয়েছে।

মাসআলা-২৪

বৃদ্ধদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। তবে হ্যাঁ! যদি তারা জিহাদে যায় তা জায়েয আছে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম বৃদ্ধ অবস্থায়ও জিহাদ করেছে। আবু আইয়ূব আনসারী ও আবু ইয়ামান (রা)-এর ঘটনা উল্লেখ যোগ্য।

মাসআলা-২৫

অন্ধদের উপর জিহাদ ফরয নয়। তবে হ্যাঁ! যদি তারা জিহাদের ময়দানে যায় জায়েজ আছে সাওয়াবও হবে। অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুলাহ ইবনে উম্মেমাকতুম (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন এবং কাদীসিরার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

মাসআলা-২৬

যদি কোন মুজাহিদ নিজের স্ত্রী অথবা দাসীকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যায়। তবে ঐ অবস্থায় যদি মুলমানদের সংখ্যা ও শক্তি কম থাকে তবে সে স্ত্রী বা দাসী যুবতী হোক বা বৃদ্ধা উভয় অবস্থায়ই মাকরুহ। যদি তাদের মাধমে আমভাবে মুজাহিদগণের সেবা-শুশ্রূষার ফাযদা হয়। আর যদি মুজাহিদগণের সংখ্যা অনেক বেশী ও শক্তিশালী হয়, তবে ঐ অবস্থাতে যুবতি স্ত্রী বা দাশীদের নেয়া মাকরূহ। বৃদ্ধদের নেয়া আম মুজাহিদগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য জায়েয।

মাসআলা-২৭

আল্লামা ইবনে নেহাস (রহ.) বর্ণনা করেন, 'রিবাত' ঐ আমলের নাম যে মুজাহিদ জিহাদের নিয়্যতে পাহারাদারীর জন্য অধীক সাফল্যের

উদ্দেশ্যে এমন সিমান্তে অবস্থান করবে যেখানে শত্রুর হামলার আসংক্যা থাকে যেখানে শত্রর ভয় বেশী হবে সেখানে সাওয়াবও বেশী হবে।

মাসআলা-২৮

সামুদ্রীক উপকূল এলাকারও পাহারা হয়ে থাকে। ইমাম মালেক (রহ.) সামুদ্রীক উপকূল এলাকায় রিবাতকে দূর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কোন ব্যাক্তি যেন 'রিবাতের' আমলের জন্য সামুদ্রীক উপকূলে না আসে।

মাসআলা-২৯

উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, যে স্থানে কাফির একবার হামলা করেছে সেখানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রিবাতের আমল অব্যাহত থাকে।

মাসআলা-৩০

হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী শাম ও মিসর সর্বদা রিবাত এর অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা-৩১

আল্লামা নেহাজ (রহ.) বলেন, যদি কারো একমাত্র উদ্দেশ্য জিহাদ বা পাহারা হয় তবে তার স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি সাথে থাকতে কোন সমস্যা নেই। পূর্বে বহু বড় বড় আকাবেরদের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে, তাঁরা স্ত্রী-পুত্রসহ রিবাতের জন্য সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করতেন।

মাসআলা-৩২

যদি কোন ব্যাক্তি শুধু চাকুরী বা জীবিকা উপার্যনের উদ্দেশ্যে রিবাতে সামীল হয় তবে সে কোন প্রকার সাওয়াব পাবে না।

মাসআলা-৩৩

যদি কেউ দুনিয়াবী কোন ফায়দা অর্জনের জন্য যেমন স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ খাবার পাওয়ার আশায়, সক্ষমতা পাওয়ার লোভে ইত্যাদি যেকোন দুনিয়ার ফায়দার লোভে বিরাতে অংশগ্রহণ করে তা কস্মিনকালেও রিবাত হবে না এবং তার জন্য কোন প্রকার সাওয়াব অর্জন হবে না।

মাসআলা-৩৪

এক ব্যাক্তি সীমান্তে সত্যিকারে জিহাদ ও পাহারার নিয়্যতেই অবস্থান করছে কিন্তু তার পাকা ইচ্ছা হলো সে যুদ্ধ শুরু হলে বা কাফিরদের পক্ষ হতে কোন প্রকার আক্রমণ করা হলে এখানে আর থাকবে না এখান থেকে মোকাবেলা না করেই চলে যাবে। ঐ ব্যাক্তি সে স্থানে অবস্থান করে প্রতি মূহুর্তে গুনাহগার হবে। যতদিন সে সীমান্তে থাকবে গুনাহ্গার হবে। কেননা কাফির কর্তৃক আক্রান্ত হলে তখন মুকাবেলা করা ফরযে আইন হয়ে যায়। আর সে ফরযে আইন থেকে ভাগার বদ্ধপরিকর।

মাসআলা-৩৫

যদি কোন সীমান্ত নিরাপদ হয়, তবে সে স্থানে মুজাহিদ নিজের স্ত্রী-পরিবার সহ অবস্থান করা জায়েয রয়েছে।

মাসআলা-৩৬

শরীয় আমিরের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা মাকরূহ-হারাম নয়। তবে তিনটি অবস্থা এমন রয়েছে, যে অবস্থাতে জিহাদ পরিচালনার জন্য হুকুমতে ইসলামের ইজাজত প্রয়োজনই নেই সে অবস্থায় মাকরূহও হবে না। অবস্থা তিনটি এই–

১. যদি কোন নির্দ্ধারীত কাফিরকে হত্যার প্রোগ্রাম থাকে এবং তাকে সুযোগে পাওয়া যায় অথবা কোন দল বা জামা'আতের মোকাবিলা করতে হয়, এমতাবস্থায় আমীরের অনুমতির জন্য গেলে বা অপেক্ষায় বসে থাকলে মূল লক্ষ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদি শরী'আত ঐ ব্যাক্তি বা জামা'আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থণ করে, তবে আমীরের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে।

২. যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিগণ জিহাদ পরিত্যাগ করে এবং মুসলিম সেনাবাহিনী দুনিয়া অর্জণের পিছনে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে, যেমন বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে চলছে। এমতাবস্থায় কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতির অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

৩. যদি মুজাহিদগণের পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও বিচারপতিদের পক্ষ হতে জিহাদের অনুমতি নেয়া অসম্ভব হয় অথবা যদি এমন আসংকা হয় যে, তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে পাওয়া যাবে না তখন এ জাতীয় রাষ্ট্র

প্রধানদের অনুমতি ছাড়া মুজাহিদগণকে জিহাদে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ হবে না।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেন, যদি মুসলমানদের জন্য কোন ধর্মীয় রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতি না থাকে, তবে তারজন্য জিহাদকে বিলম্ব করার কোন প্রকার গুঞ্জায়েস নেই। কেননা জিহাদকে বিলম্ব করাতে মুসলমানদের কোন প্রকার উপকারতো নেইই বরং বড় ধরণের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। মূদ্যাকথা হলো জিহাদের জন্য একজন আমীর হওয়া ওয়াজীব। যদি ঘোষিত কোন আমীর না থাকে তবে তাকে অনুসন্ধান করবে। অনুসন্ধানের মাধমেও যদি যোগ্য আমীর না মিলে তবে মুজাহিদগণ মিলে এমন এক ব্যাক্তিকে আমীর নির্দ্ধারণ করে নিবে যার মাঝে শরী'আতের সমস্ত শর্তাবলী রয়েছে। তাও যদি না মিলে তবে কোন অবস্থাতেই জিহাদের কার্যক্রমকে বন্ধ করা যাবে না। বরং তৎক্ষনাত আমীর নির্দ্ধারণ করে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। এ মাস'আলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইলাউস্ সুনান নামক গ্রন্থটি দেখাযেতে পারে।

মাসআলা-৩৭

আমীরে জিহাদ বা আমিরুল মু'মিনীনগণের জন্য কয়েকটি আমল সুন্নাত যা নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. নিজ অধীনস্তদের থেকে বাইয়্যাত গ্রহণ করা যে, কস্মিনকালেও জিহাদ থেকে পিষ্ঠ পদর্শণ করবে না, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার যুদ্ধে করেছিলেন।

২. দুশমনদের অবস্থা জানার জন্য এবং তাদের নজরদারী করার জন্য পৃথক গোয়েন্দা বাহিনী প্রেরণ করা। সর্বাবস্থায় দুশমনের পূর্ণ খবরদারী করা এবং তাদের অবস্থা-গতিবিধীর উপর সতর্কদৃষ্টি রাখা।

৩. বৃহস্পতিবার সকালে বেলা যুদ্ধবাহিনী নিয়ে বের হওয়া বা জিহাদে রওয়ানা হওয়া।

৪. মুজাহিদ বাহিনীকে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে দেয়া এবং সমস্ত গ্রুপকে চিনার জন্য পৃথক পৃথক জান্ডা বা অন্যকোন বস্তু নির্দ্ধারণ করে দেয়া।

৫. প্রত্যেক গ্রুপের জন্য কোন এমন গোপনীয় কথা বা সংকেতমূলক শব্দ শিক্ষা দেয়া যাতে নিজেদের মাঝে ভুল বুঝার কারণে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।

৬. কুফর অধ্যুশিত রাষ্ট্রে পূর্ণপ্রস্তুতিসহ প্রবেশ করবে, তাতে নিজেরাও অপ্রত্যাশিত বা অতর্কীত হামলা থেকে বেঁচে যাবে এবং দুশমনের উপরও প্রচন্ড প্রভাব পড়বে।

৭. নিজেদের মধ্য হতে দূর্বল ও কমজোরদের মাধ্যমে দু'আ করাবে। তাদের মাধ্যমে বিজয়ের দু'আ করাবে।

৮. দুইপক্ষ মুকাবেলার জন্য যখন সামনা-সামনী হয়ে যাবে, তখন দু'আর ব্যাবস্থা করা।

৯. মুজাহিদগণকে দৃঢ়তার সাথে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার জন্য প্রতিণীয়ত উৎসাহ প্রদান করা।

১০. যদি প্রভাতে জিহাদের সূচনায় সক্ষম না হয়, তবে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে গিয়ে বিকেলের হিমেল হওয়ার অপেক্ষা করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যের প্রত্যাশা করবে।

১১. যুদ্ধের সময় নারায়ে তা'কবীরের আওয়াজকে উঁচু করবে তবে অত্যধীক শক্তি ব্যায় করবে না। এ সকল সুন্নাত যা সহীহ হাদীস থেকে সংগ্রহ করা হযেছে। তাছাড়া কালামে পাকে যে যিকিরের কথা উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তা শুধু আস্তে যিকির বুঝানো হয়েছে। তবে হ্যাঁ! মুজাহিদগণ ঐক্যবদ্ধভাবে দুশমনের উপর হামলা করার সময় উচ্চআওয়াজে নারায়ে তাকবীর বলাতে কোন সমস্যা নেই। এতে দুশমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। হাদীসে পাকে বর্ণীত রয়েছে সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের ময়দানে কোন প্রকার শব্দ করাকে পছন্দ করতেন না।

মাসআলা-৩৮

ইকদামী জিহাদে যদি দুশমন পর্যন্ত দাওয়াত না পৌছে থাকে তবে প্রথমে দাওয়াত প্রদান করা ওয়াজিব। আর যদি তারা ইসলমের দাওয়াত পেয়ে থাকে তবে জিহাদ শুরুকরার পূর্বে দাওয়াত দেয়া মুসতাহাব। দাওয়াত ব্যতীত যুদ্ধ শুরুকরে দেয়াও জায়েয আছে। আর যদি

মুসলমানদে আগমণ দেখে কাফেররাই পূর্বে হামলা করে বসে, তবে ঐ অবস্থায় দাওয়াতের কোন প্রয়োজন নেই বরং তাদের মোকাবেলা করে নিজেদের হিফাজত করা ফরযে আইন হয়ে যায়। দুশমন প্রধানদের হত্যা করার জন্য যে মুজাহিদগ্রুপ যাবে, তাদের জন্য ঐ দুশমনকে প্রথমে দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে খবর পৌছার পরই তারা দুশমনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। যেমন কা'আব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে'আকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাদেরকে হত্যার পূর্বে কোন খুসূসী দাওয়াত প্রদান করা হয়নি।

মাসআলা-৩৯

আরব ভূমি ব্যতীত দুনিয়ার সমস্তস্থানে যদি কাফিররা জিযিয়া (কর) প্রদান করে তবে তাদের ক্ষেত্রে আহ্মদ বিন হাম্বল ও ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেন, মুশরিকদের জন্য কোন জিযিয়া নেই, হয়তো ইসলাম না হয় কতল। তবে এক্ষেত্রে প্রথমযুক্ত বর্ণনাই বিশুদ্ধ বেশী।

মাসআলা-৪০

দুশমনদের উপর নৈশ হামলা ও অতর্কিত আক্রমণ করা জায়েয রয়েছে, যদিও তাদের মাঝে মহিলা, শিশু ও মুসলমান বিদ্ধমান থাকে।

মাসআলা-৪১

যদি জিহাদ ফরযে কিফায়া হয় ঐ অবস্থায় আমীরের নির্দেশ আসার কারণে তা ফরযে আইন হয়ে যায়। অতএব যদি জিহাদের আমীর বা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান কাউকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তা ঐব্যাক্তির জন্য ফরয হয়ে যায়।

মাসআলা-৪২

মুসলমানদের আমীর যদি ফাসেক-ফাজের ও বদস্বভাবের হয় তবে তার অজুহাতে জিহাদ পরিত্যাগ করার কোন বৈধতা নেই। তার অধীনেই যুদ্ধ পরিচালনা করে যাওয়া জরুরী। এসব মুসলমানদের জন্য এ আমীরের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা উত্তম কাজ।

মাসআলা-৪৩

জিহাদে মহিলা ও বাচ্চাদেরকে হতা করা জায়েয নেই তবে যদি তারা কোনভাবে জিহাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে হত্যা করে দিবে। একান্ত বৃদ্ধ-মাজুর ব্যাক্তিকে হত্যা করা হবে না, তবে যদি তারাও কোনভবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয় যেমন পরামর্শ বা অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে তবে তাদের হত্যা করাও জায়েয। দুনিয়া ত্যাগী দরবেশদের হত্যা জায়েয নেই তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট তাকে হত্যা করা জায়েয।

মাসআলা-৪৪

দুশমনদের উপর মিনজানিক তথা তোপ-কামান ব্যাবহার করা, তাদের উপর অগ্নীপানি নিক্ষেপ করা জায়েয রয়েছে যদিও তাদের মাঝ তাদের স্ত্রী-সন্তান বিদ্ধমান থাকে। কিন্তু যদি তাদের মাঝে মুসলিম বন্দি বা মুসলিম ব্যাবসায়ী থাকে তবে প্রয়োজন ব্যতীত এগুলো নিক্ষেপ করা মাকরূহ। আর প্রয়োজন হলে তা সর্বাবস্থায় জায়েয।

মাসআলা-৪৫

শত্রু এলাকার বৃক্ষসমূহ কর্তন করা জাযেয যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিরদের ক্ষতিসাধন করা এবং মুজাহিদগণের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করা, মুজাহিদগণের জন্য ঘাটি তৈরী করা এবং শত্রুপক্ষকে সতর্ক করা হয়। আর যদি বৃক্ষ কর্তনের দ্বারা মুসলানদের কোন ক্ষতি হয় তবে তা জায়েয নেই।

মাসআলা-৪৬

মুজাহিদগণকে যাকাত প্রদান করা যাবে যদি তাদের প্রয়োজন হয়। তাদেরকে এ পরিমাণ যাকাত প্রদান করা হবে যার দ্বারা তাদের জিহাদের যাবতীয় খরচ তথা পোষাক-পরিচ্ছেদ অস্ত্র-ঘোড়া ও রাহ খরচসহ সকল কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। এই মাসআলা দ্বারা উদ্দেশ্যে ঐ সকল মুজাহিদকে বুঝানো হয়েছে যারা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে বা জিহাদরত অবস্থায় ময়দানে রয়েছে। বর্তমানে জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যাক্তিকেই মুজাহিদ বলা হয়। এ জাতীয় মুজাহিদের

ব্যাপারে এ মাস'আলা প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র জিহাদে গমনকারী ও জিহাদে অবস্থানকারী মুজাহিদের ব্যাপারেই তা প্রযোজ্য।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বর্ণনা করেন, মহান আলাহ তা'আলার ফরমান وفى سبيل الله দ্বারা সাধারণ ও পাহারারত মুজাহিদ উদ্দেশ্য। তাদের নিজ প্রয়োজনে এবং যুদ্ধ সামান সংগ্রহের জন্য যাকাত ব্যাবহার জায়েয। এ জাতীয় মুজাহিদগণের সহায়তার লক্ষ্যে যাকাত কালেকসন করাও জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি মুজাহিদ পরিবার অত্যন্ত দারিদ্র ও অসহায় হয়, জীবন-যাপনের কোন সুব্যাবস্থা না থাকে তবে তাদের জন্যও যাকাত গ্রহণ করা জায়েয।

মাসআলা-৪৭

কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কিরামের অভিমত হলো, আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ-নাসারাদের সাথে জিহাদ করা অধিক উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে খালিদ (রা.)-কে বললেন, তোমার পুত্র দু'জন শহীদের সাওয়াব লাভ করবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তাকে আহলে কিতাব কাফের শহীদ করেছে।

মাসআলা-৪৮

কাফিররা যদি মুসলমানদেরকে তাদের ডাল হিসেবে ব্যবহার করে তথা মুসলমান একটি জামা'আতকে জোরপূর্বক সামনে রাখে তবে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা বা গুলি ছোড়া মুজাহিদগণের জন্য জায়েয তবে অবশ্যই দু'টি বিষয়কে স্মরণ রাখতে হবে।

১. মুসলমানদেরকে শহীদ করার নিয়্যত কস্মিনকালেও অন্তরে আনা যাবে না।

২. যথাসাধ্য মুসলমানদেরকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

মাসআলা-৪৯

যদি কাফির কর্তৃক কোন গোলা বা আগুন নিক্ষেপের ফলে মুসলমানদের সামুদ্রকি জাহাজ ও নৌকায় আগুন লেগে যায় তখন জাহাজে আহরণকারী মুজাহিদগণ কি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে না জাহাজেই অবস্থান

করে প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা করবে এ ব্যাপারে উত্তম হলো, যে পদক্ষেপে মুজাহিদগণের ক্ষতির আসংকা কম তাই অবলম্বন করবে।

মাসআলা-৫০

জিহাদের ময়দানে মুশরিক থেকে ফায়দা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে তবে শর্ত হল ঐ অবস্থায় নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে হতে হবে এবং মদদ দানকারীর প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। যাতে কোনপ্রকার ক্ষতি বা খিয়ানত করতে না পারে।

মাসআলা-৫১

নিহত কাফিরদের সম্পদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) বর্ণনা করেন যে, যদি যুদ্ধে সেনাপতি বা আমীরুল মু'মিনিন এলান করেন যে, প্রত্যেক নিহত ব্যাক্তির সম্পদ তার হত্যাকারী পাবে-তবে সে অনুপাতেই নিহত ব্যাক্তির অস্ত্র-ঘোড়ার ও যুদ্ধ পোষাক সে নিয়ে নিবে। আর যদি আমীর এমন কোন এলান না করে থাকে তবে সমস্ত অস্ত্র-পাতি ও মালামাল গণীমতের ভান্ডারে জমা হবে।

মাসআলা-৫২

আমীরুল মু'মিনীন বা যুদ্ধের সেনাপতির জন্য জায়েয আছে যে, সে ঘোষণা দিবে জিহাদের ময়দানে যার হাতে যে সামান আসবে সে তার মালিক হয়ে যাবে। এরূপ এলানের পর যে সম্পদ মুজাহিদ গণের হস্তগত হবে তার মালিক সেই হয়ে যাবে। কিন্তু আইন শাস্ত্রের অভিজ্ঞ জন এই এলানকে পূর্ণরূপে ভাল মনে করেন নি তারা পূর্বে এলানটিকেই সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যাকে হত্যা করবে তার মালের মালিক হয়ে যাবে। সর্বোপরি এ জাতীয় এলান করার সময় তৎকালীন অবস্থা ও মুজাহিদগণের প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধের সর্বোপরি অবস্থা বিবেচনা করে নেয়া জরুরী। বিস্তারীত জানার জন্য হিদায়া সহ আরো বিজ্ঞ ফকিহদের কিতাব সমূহ পাঠ করা আবশ্যক।

মাসআলা-৫৩

জিহাদের মালেগণীমতকে পাঁচভাগে বিভক্ত করবে। তার মধ্য হতে একভাগ যাকে খুসূস বলে তা মুসলমানদের হিফাজতের জন্য এবং

ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যায় করবে। বাকী চারভাগ মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দিবে।

মাসআলা-৫৪

মালেগণীমতের হকদার শুধু ঐ মুজাহিদই হয়ে থাকেন, যিনি জিহাদের শেষ পর্যন্ত মালেগণীমত সংগ্রহ কাজেও উপস্থিত থাকেন। অতঃপর যদি কোন মুজাহিদ মালেগণীমত সংগ্রহের পূর্বে শহীদ হয়ে যান অথবা কোন মুজাহিদ মালেগণীমত সংগ্রহের পর যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হন তবে তারা মালে গণিমতের অংশ পাবে না।

মাসআলা-৫৫

শত্রুদলের মধ্য হতে যারা মুসলমানদের হাতে বন্ধি হবে তাদের ব্যাপারে মুসলিম আমীর ঐ সিদ্ধান্ত করবেন যা মুসলমানদের জন্য মঙ্গলজনক। আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে হত্যা করা যেতে পারেব ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। মুক্তিপণ নেয়া যেতে পারে অথবা গোলাম বানিয়েও রাখা যেতে পারে। আমীরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। তবে আমীর সাহেব ফায়সালা দেয়ার পূর্বে অবশ্যই তৎকালীন অবস্থা এবং মুসলমানদের সার্বিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাসআলা-৫৬

কাফিরদের গ্রেফতারকৃত বাচ্চা এবং মহিলা মালেগণীমতের হুকুমে। তবে তাতেও বিশেষভাবে মুসলমানদের ফায়দার চিন্তা করা হবে।

মাসআলা-৫৭

গণীমতের মাল যেমন অস্ত্র-সস্ত্র, তাঁবু ও যুদ্ধ-সামগ্রী, এমনকি গবাদিপশু ইত্যাদি যদি পূণরায় দুশমনের হাতে চলে যাওয়ার ভয় থাকে তবে গবাদিপশুগুলোকে যবেহ করে এবং সমস্ত যুদ্ধসামগ্রীগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে মাটিতে দাফন করে দুশমনের হাত থেকে হিফাজত করবে।

মাসআলা-৫৮

যদি ছোট বাচ্চা জিহাদে অংশগ্রহণ করে, মহিলারা আহতদের তিমারদারী ও পানি পান করানোর কাজে অংশ নেয় এবং গোলামও জিহাদের ময়দানে সাহসী অংশগ্রহণ করে তবে তাদেরকে নিয়মমত

গণীমতের মাল থেকে অংশ দেয়াতো হবে না বরং মুসলমান সেনা প্রধান নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তাদেরকে মালে গণীমত থেকে একটি নির্দিষ্টঅংশ প্রদান করবেন।

মাসআলা-৫৯

'নফল' ঐ পুরষ্কারকে বলা হয় যা গণীমতের মাল ব্যতীত বিশেষভাবে কোন মুজাহিদ বা মুজাহিদ দলকে প্রদান করা হয় তাদের সাহসী ও বিচক্ষণ কোন অসাধারণ কাজের জন্য। প্রয়োজনের তাগিদে এ 'নফলের' এলান যুদ্ধের পূর্বেও দেয়া যেতে পারে। অথবা কোনপ্রকার এলান ব্যতীতই আমীর নিজের পক্ষ হতে ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারেন। গণীমতের মাল জমা হওয়ার পর খুমূস থেকে আমীরের জন্য 'নফল' দেয়ার সুযোগ থাকে।

মাসআলা-৬০

যে ধন-সম্পদ দুশমনের সাথে কোন প্রকার যুদ্ধ-জিহাদ ব্যতীত অর্জন হয় তাকে মালে 'ফাই' বলে। মুসলিম বাহিনী শত্রু এলাকায় প্রবেশের পূর্বেই যদি তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত ধন-সম্পদ রেখে চলে যায় তবে তা জিযিয়ার হুকুমে ব্যাবহারীত হবে। আর যদি মুজাহিদ বাহিনী এলাকাকে অবরোধ করে রেখে আত্মসর্মপণের মাধ্যমে মাল অর্জন করে তবে তার মাঝে 'খুমূস' বের করা হবে।

মাসআলা-৬১

কোন মুসলমান কাফিরের হাতে বন্দি হলে সে অবস্থায় যদি কখনো কোন পালানোর সুযোগ মিলে তা গ্রণ করা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি তার মুক্তির জন্য কাফিরদের পক্ষ হতে কোন শর্তআরোপ করে তবে সে অবস্থায় শর্তাবলী নিয়ে বিস্তারীত আলোচনা জরুরী। কেননা কিছুসংখ্যক শর্ত এমন রয়েছে যা পূরা করা জরুরী। আবার কিছুশর্ত এমন রয়েছে যা পূর্ণ না করা জরুরী। যদি কেউ এ অবস্থার সম্মুখীন হয় তারজন্য তাৎক্ষণাত ওলামায়ে কিরামের স্মরণাপন্ন হয়ে সমাধান জরুরী।

মাসআলা-৬২

যদি কাফির মুসলমানদের সাথে যুদ্ধকরার জন্য কিছুসংখ্যক ধন-সম্পদ লুট করে দারুল হরবে নিয়ে যায় তবে ঐ কাফির সে মালের মালিক

হয়ে যাবে শরী'আতও তার মালিকানা সাব্যস্ত করে। অতঃপর যদি পরক্ষণে যুদ্ধ সংঘঠত হয় এবং মুসলমান সে মালকে পূণরায় উদ্ধার করে তখন সে মাল মালেগণীমত হয়ে যাবে। কাফির মালিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাল নিয়ে দারুল হারবে পৌছতে হবে। যদি দারুল হারবে যাওয়ার পূর্বেই সে সম্পদ পূণরুদ্ধার করা যায় তবে তাকে পূর্বের মালিকের নিকট ফেরৎ দেয়া হবে।

মাসআলা-৬৩

দারুল হারবের কাফিরদের থেকে হাদীয়া নেয়া জায়েয আছে তবে দু'টি শর্তের সাথে।

১. হাদীয়ার পিছনে যদি কোন ফেৎনার আশংক্যা না থাকে। ২. যদি হাদীয়াটি মুসলমানদের জন্য কোন অপমানজনক বা লজ্জাস্কর কারণ না হয়। যদি এ দু'শর্ত না পাওয়া যায় তবে কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। অন্যথায় কোন সমস্যা নেই।

মাসআলা-৬৪

মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্য হতে যে কেউ যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে প্রত্যেক মুজাহিদের জন্য সে নিরাপত্তা প্রদানে মূল্যায়ন করতে হবে। যদি কোন এক মুসলমান কাফি ফরদের কোন গোত্র বা দলকে নিরাপত্তা প্রদান করে যে তোমাদের হত্যা করা হবে না। তখন অন্য সমস্ত মুসলমানের জন্য জরুরী হলে া সে নিরাপত্তার মূল্যায়ন করা। মুসলমানদের প্রত্যেক বালেগ পুরুষ ও মহিলার নিরাপত্তাকে গ্রহণ করা হবে। কোন বাচ্চার নিরাপত্তা গ্রহণ করা হবে।

মাসআলা-৬৫

যদি মুসলমান কোন কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে আর সে সুযোগ নিয়ে সে বারবার মসুলমানদের মাঝে আসা-যাওয়া করে পরক্ষণেই জানা গেল যে, সে কাফিরদের গুপ্তচর বা গুপ্ততথ্য সংগ্রহকারী তখন তাকে হত্যা করা জায়েয। এমনিভাবে যদি মুসলমানগণ ঘোষণা করে দেয় যে উমুক শহরের সকল ব্যাবসায়ীদের জন নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু ব্যাবসায়ী রূপে যদি কোন গুপ্তচর চলে আসে ধরা পড়ে তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা নিরাপত্তা শুধু ব্যাবসায়ীদের জন্য গুপ্তচরদের জন্য নয়।

মাসআলা-৬৬

মুসলমানদের জন্য কাফির ও মুশরিকদের অধীনস্ত রাষ্ট্রে কঠিন কোন ওজর ছাড়া থাকা মাকরূহ ও অত্যন্ত অপসন্দনীয়। হাদীস শরীফে এ অবস্থানের জন্য কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মাসআলা-৬৭

'হারবী' এমন কাফির যারা মুসলিম রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়ে বসবাস করে, তাদের জন্য অস্ত্র বা এজাতীয় কোনবস্তু যা দিয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারে তার ব্যাবসা করা জায়েয নেই।

মাসআলা-৬৮

মুসলমানদের ছোট দল যারা দুশমনের উপর হামলা করার জন্য যাওয়ার সময় তাদের সাথে কুরআন শরীফ নেয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ! যদি বহুত বড় সংরক্ষিত দল হয় তবে তাতে কুরআন শরীফ নেয়ার অনুমতি আছে। অনুরূপ বিধান মুসলিম মহিলাদের জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারেও বড় সংরক্ষিত বাহিনীর সাথে মহিলাগণ জিহাদে যেতেও শর্ত হলো স্বামী অথবা মাহ্‌রাম কোন ব্যাক্তি হওয়া।